ট্র্যাজেডি নাটকরূপে 'কৃষ্ণকুমারী'র সার্থকতা

'ট্র্যাজেডি' শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ Tragoidia থেকে, যার মূল অর্থ ছিল 'ছাগলের গান' (Goat-Song)। গ্রিসের সুরা, শস্য ও উর্বরা শক্তির দেবতা ডায়োনিসাস-এর বসন্তকালীন উৎসব থেকে ট্র্যাজেডির জন্ম। যখন অভিনেতারা ছাগচর্ম পরিধান করে অভিনয় করতেন, সেই সময় থেকেই শব্দটি কোনো সূত্রে প্রচলিত হয়েছিল। ডায়োনিসাসের উৎসবের ধর্মীয় আচারের কাঠামো থেকেই জন্ম হয়েছিল ট্র্যাজেডি নামক নাট্যরূপ, যাতে রাজা পুরুষ তথা পুরানকথিত বীরদের কীর্তিসমূহ, দুঃখ ও যন্ত্রনা এবং বিনাশ তুলে ধরা হতো।

গ্রিক নাট্যাচার্য অ্যারিস্টটল (৩৮৪ খ্রি:পূ- ৩২২খ্রি:পূ) তাঁর 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে ট্র্যাজেডির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

"ট্র্যাজেডি হল একটি গম্ভীর, সম্পূর্ণ ও বিশেষ আয়তনবিশিষ্ট ক্রিয়ার অনুকরণ, ভাষার সৌন্দর্যে তার প্রতিটি অঙ্গ স্বতন্ত্র, এই ক্রিয়াটির প্রকাশরীতি বর্ননাত্মক নয়, নাটকীয়; আর এই ক্রিয়া ভীতি ও করুনার উদ্রেক করে এবং তারমধ্যে দিয়ে অনুরূপ অনুভূতিগুলির পরিশুদ্ধি ঘটায়" (কাব্যতত্ত্ব, অ্যারিস্টটল)

পুরানকথিত বীরদের কীর্তিকলাপ, দুঃখ-যন্ত্রনা, সংঘাত-বিনাশকে উপজীব্য করে প্রাচীন গ্রীসে ট্র্যাজেডির উদ্ভব ঘটে।

Scanned with CamScanner

অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন। বাইওয়াটার ট্র্যাজেডির সংজ্ঞার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন —

"A tragedy, than, is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself : in language with pleasurable accessories, each kind brought, in separately in the parts of the work, in a dramatic, not in a narative form with incidents arousing pity and fear, where with to acomplish its catharsis of such emotions"

উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্যগুলি সূত্রাকারে সাজাতে পারি ঃ

১) ট্র্যাজেডি হল মানুষের কর্মবৃত্তি (Action)-র অনুকরন (imitation),

২) ট্র্যাজেডি যে কর্মবৃত্তি অনুকরন করে তা হবে গুরুগম্ভীর (Serious).

৩) ট্র্যাজেডির Action বা কর্মবৃত্তিকে হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ন।

৪) নাটকে রূপায়িত কর্মবৃত্তির একটি মাত্রা থাকবে।

৫) ট্র্যাজেডির ভাষার মধ্যে অলংকরনের উপাদান যেমন ছন্দ ও সুর থাকবে।

৬) ট্র্যাজেডির উদ্দেশ্য করুণা (pity) ও শঙ্কা (Fear) উদ্রেক করে বা উদ্রিক্ত অনুভব বা প্রক্ষোভের মোক্ষনের দ্বারা চিত্তশোধন তথা মানসিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা। ট্র্যাজেডির উপসংহার হবে বিষাদান্তক। অর্থাৎ Unhappy Ending ঘটবে।

Scanned with CamScanner

এখন ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের নিরীখে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক কতটা ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে বিচার করব।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে যে ট্র্যাজেডির কোনো উত্তরাধিকার ছিলনা, সেই ঘাত-প্রতিঘাত ও তার বিষাদান্তক পরিনতির রসচেতনাকে নাটকে সার্থকভাবে প্রথম রূপায়িত করলেন মধুসূদন। টড-এর "Annals and Antiquites of Rajasthan" থেকে সরল ও অপাপবিদ্ধা কৃষ্ণকুমারীর শোকাবহ কাহিনি সংগ্রহ করে গ্রিক ট্র্যাজেডির আদর্শে তাঁর নাটকটি রচনা করেছিলেন। কোনো এক অজানিত প্রান্তিবশত যেমন ট্র্যাজিক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিলেন ইডিপাস, কোমলচিত্ত কৃষ্ণকুমারীর আত্মহনন যেন তেমনই অনিবার্য নিয়তির ফলশ্রুতি। একদিকে দেশের কল্যান ও অন্যদিকে কন্যার মঙ্গলচিন্তা, এই দোটানায় পীড়িত ভীমসিংহ এই নাটকে স্মরণীয় ট্র্যাজিক চরিত্র। গ্রিক নাটকে অ্যাগামেমনন যেভাবে দেশের স্বার্থে কন্যা ইফিগেনিয়াকে বলি দিয়েছিলেন, সেভাবে ভীমসিংহ এ-নাটকে সেভাবে কৃষ্ণকুমারীকে উৎসর্গ করতে উদ্যত হয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। কন্যার স্নেহে অন্ধ ভীমসিংহও শেক্সপীয়রের কিংলীয়র নাটকে রাজা লিয়ারের মতো উন্মাদ হয়ে পড়েন। নাট্যকার স্বয়ং কৃষ্ণকুমারী নাটককে 'Romantic Tragedy' রূপে অভিহিত করলেও এবং নাটকটির অন্তর্নিহিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও বহিরঙ্গ গতিময়তায় কৃষ্ণকুমারী রোমান্টিকরসে পুষ্ট হলেও মনে হয় নাটকটিতে মিশ্ররীতির ট্র্যাজিক-শৈলী রয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর আত্মঘাতী অপমৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার অন্তরের প্রেমার্তি শেষাবধি রাজনৈতিক ঘটনাবর্তে 'Historic Tragedy' হয়ে উঠেছে।

Scanned with CamScanner

আর্থক ট্র্যাজেডি নাটকের ক্ষেত্রে সংঘাত (Conflict) জরুরী। মেবারের রানা ভীমসিংহের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে জগৎসিংহ ও মানসিংহের বিরোধের মধ্যে দিয়েই কৃষ্ণকুমারী নাটকে প্রাথমিকভাবে এই ট্র্যাজিক দ্বন্দ্বের সূচনা। কাহিনি যত অগ্রসর হয়েছে এই প্রাথমিক দ্বন্দ্ব বিনদাস-মদনিকার চক্রান্তে, বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে অসহায় ভীমসিংহের কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা, ভ্রাতার পরামর্শ শুনে কন্যার মৃত্যু ঘটানোর চিন্তায় ভীমসিংহের মধ্যে নাটকীয় বিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর মধ্যে রোমান্টিক প্রেমকে অবলম্বন করে যে দ্বন্দ্বের সূচনা শেষপর্যন্ত, সে পিতা ও পিতৃব্যের মানস অভিপ্রায় জানতে পেরে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ না করে অপমৃত্যু বরণ করে নিয়েছে। তাই কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুবরণের মধ্যে ট্র্যাজেডির অন্যতম দিকটি বিষাদ (Pathos) কাম্য হলেও কোনো সুতীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে দিয়ে এই বিষাদ পরিণতি লাভ করেনি।

অ্যারিস্টটল বর্ণিত ট্র্যাজেডির যে ছয়টি উপাদান — কাহিনি বা Plot, চরিত্র বা Character, চিন্তন বা Thought, ভাষা বা Diction, দৃশ্য বা Spectacle, ও সঙ্গীত বা Melody বা Song, তা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কৃষ্ণকুমারী নাটকে অনুসৃত হয়েছে। কাহিনিই ট্র্যাজেডির আত্মা, কৃষ্ণকুমারী নাটকের যে কাহিনি তা উপসংহারে বিষাদাত্মক পরিণতির দিকে নাটককে নিয়ে গেছে, নাট্যক্রিয়া ও সংলাপের মধ্যে দিয়ে নাটকের চরিত্রগুলি

Scanned with CamScanner

ট্র্যাজেডির ভাবসত্যকে উন্মোচিত করেছে। কৃষ্ণকুমারী ও ভীমসিংহের চরিত্রের পরিনতিতে দর্শকমনে ভীতি (Fear) ও করুণা (Pity) সঞ্চার করে দর্শকের ভাবাবেগের মোক্ষন ঘটিয়েছে। কৃষ্ণকুমারী নাটকের ট্র্যাজেডি-রসের মুখ্য আলম্বন বিভাব কৃষ্ণকুমারীই, ভীমসিংহের সীমাহীন অসহায়ত্ব এবং পরিশেষে উন্মত্ত হয়ে ওঠা ভীতি ও দুঃখ সঞ্চার করেছে।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ট্র্যাজিক পরিবেশ রচনার জন্য দৃশ্যপট সংস্থাপনায় মধুসূদন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। নাটকের পঞ্চমাঙ্কে একলিঙ্গ মন্দির সম্মুখের অন্ধকার দৃশ্য, ভয়, রহস্য এবং অলৌকিকতা মিলে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজিডির দৃশ্যপটকে স্মরন করায়। তাছাড়া কৃষ্ণার মুখে ব্যবহৃত গানগুলির মধ্যে একটি বিষাদমগ্নতার সুর আছে — এবং এই সুরই নাটকের ফলশ্রুতিকে অনেকটা শোকভাবগ্রস্থ করে তুলেছে। রানা ভীমসিংহের শোকোন্মত্ততা, কুমারী কৃষ্ণার আত্মাহুতি, মহিষী অহল্যার মৃত্যু এই নাটকে এক গভীর কারুন্য সৃষ্টি করেছে। এই কারুন্য রাজপরিবার থেকে সমগ্র রাজ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে দেশ ও জাতির জীবনে বিপর্যয় সূচিত করেছে। ট্র্যাজেডির প্লট এই কারুন্য, এই যন্ত্রনার ইতিবৃত্তকে ফুটিয়ে তুলে রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপারম্পর্যে দর্শকহৃদয়ে ভয়, সহানুভূতির উদ্রেক করে সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে উঠেছে।।

Scanned with CamScanner